এমএসএস খবর

জানুয়ারি, ২০২২ সংখ্যা

MSS
Working for the People

এমএসএস-এর ঋণী সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ

দীর্ঘ দুই বছর ধরে চলা করোনা মহামারি কেড়ে নিয়েছে অসংখ্য প্রাণ। তাই কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের পাশাপাশি নিয়মিত মাস্ক পরিধান করা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি। মহামারি প্রতিরোধে এমএসএস-এর ঋণী সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

এ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গত জানুয়ারি মাসজুড়ে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর ৩১টি শাখার দরিদ্র ঋণী সদস্যদের মধ্যে 'কোভিড-১৯' সংক্রমণ রোধে সচেতনতামূলক মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি ২০২২' পালন করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৫টি জোনের ২৯০০০ দরিদ্র ঋণী সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। এমএসএস-এর ঋণ কার্যক্রমের অন্তর্গত ১৯২৬টি কেন্দ্রে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

এমএসএস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে চালু হলো নতুন তিনটি কোর্স

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর অঞ্চলের কামারপুকুরে স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে গত ০১ জানুয়ারি, ২০২২ মানবিক সাহায্য সংস্থা-এর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (এমটিআই)-এ ৩৬০ ঘন্টা মেয়াদী গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং কোর্স এবং ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্স চালু করা হয়েছে।

আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে যেতে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এ কোর্সগুলো সম্পন্ন করার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নিজ দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে এবং যে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।

কোর্স তিনটির উদ্বোধন ও অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে কোর্সের ইনস্ট্রাক্টরবৃন্দ, নতুন কোর্সের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং মানবিক সাহায্য সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে চালু হলো আরো দুটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের চেংমারীর বলরামহাট এলাকা ও সরকার পাড়া এলাকায় মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর পরিচালনায় ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য চালু করা হলো আরো দুটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়। গত ১লা জানুয়ারি, ২০২২ প্রাক-প্রাথমিক স্কুল দুটির কার্যক্রম শুরু করা হয়। শিশু বান্ধব পরিবেশে খেলাধূলা ও অন্যান্য শিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ প্রি-স্কুল কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

নতুন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে নানা শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা ছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রোগ্রামের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গার্মেন্টসের ব্যবসায় সীমা ইসলামের সাফল্য

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর ০৮নং জোনের অন্তর্ভূক্ত ০৭নং এরিয়ার ৫০নং শাখার সদস্য সীমা ইসলাম। মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এলাকার বাসিন্দা মোঃ শফিকুল ইসলামের সাথে বিয়ের পর তিনি স্বামীর সাথে ডেমরায় এসে একটি গার্মেন্টে নিজেদের কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে তাঁরা দুজন ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এমএসএস থেকে চার দফায় মোট ৩ লাখ ৩৮ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিজেরাই গার্মেন্টসের ছোট কারখানা দেন।

তাঁর ব্যবসায়ের ধরণ হলো মিনি গার্মেন্টস ব্যবসা। এই গার্মেন্টসে নারীদের জন্য বোরখা তৈরি করা হয়। তাঁদের ব্যবসায়ের বর্তমান মূলধন ৭ লাখ টাকা। কারখানা পরিচালনার মাধ্যমে প্রতি মাসে তাঁরা ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা উপার্জন করেন। গার্মেন্টসে ৬-৭ জন কর্মচারী সর্বদা কাজ করেন। তবে কাজের অর্ডার বেশি এলে তাঁরা কারখানায় কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ান।

চার কন্যা সন্তানের জনক-জননী শফিকুল-সীমা দম্পতি বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। অন্য তিন মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পড়াশোনা করছে। ছোট পরিসরে ব্যবসা শুরু করে গত চার বছরে তাঁরা তাঁদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করে যাচ্ছেন। পাশাপশি স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনের জন্য টিনশেড বাসা থেকে ফ্ল্যাট বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন। এছাড়া গ্রামের বাড়িটিও পাকা করেছেন।

ইচ্ছাশক্তির জোর থাকলেই যে স্বাবলম্বী হওয়া যায় তার অন্যতম দৃষ্টান্ত সীমা-শফিকুল দম্পতি। স্বল্প পরিসরে শুরু করলেও এ কারখানার কর্মকাণ্ড আরো বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। তাই এমএসএস থেকে ভবিষ্যতে আরো ঋণ নিয়ে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন সীমা ইসলাম।

এটি মানবিক সাহায্য সংস্থা'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের একটি প্রকাশনা
সেল সেন্টার (৪র্থ তলা),২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫